হোমিও মেডিক্যাল ক্লাব পত্রিকা

ত্রৈমাসিক

HOMEO MEDICAL CLUB PATRIKA

VOL. 14 NO. 1 :: JANUARY - FEBRUARY - 1978

Contents :-

কি ফল লভিনু হায় (সম্পাদকীয়)
ডাঃ নির্ম্মল কুমার সরকার 1

সুস্থ থাকার, রোগাক্রান্ত হওয়ার এবং আরোগ্য সাধনের রহস্য
ডাঃ পরেশ চন্দ্র সরকার 5

The mutual relation between the Natural Food and Health.
Dr. Durgadas Banerjee. 14

রোগী-বিবরণ
ডাঃ প্রবেশ সাহু 22

অনুসন্ধানীর দৃষ্টিতে (পত্রোত্তর)
ডাঃ সিমিলিয়া 27

News & Views. 29

Homœo Medical Club Patrika

Monthly Bi-lingual (English and Bengali)
[Journal of the Homœo Medical Club, West Bengal]

ARTICLES : English/Bengali should be sent neatly and clearly typed/written in double space on one side of the paper and the name of the writer with complete address. Literature (Books/Journals) should be sent in Two Copies Addressed to, The Publisher, Homœo Medical Club Patrika. Post Box No. 67. Howrah-711101.

Articles are ordinarily not returnable whether approved or not.

SUBSCRIPTION : Price per copy Re. 1·00, Yearly Rs. 10·00 (Ten) including Postage, Subscriptions are accepted from any issue/any time of the year.

Cheques and V-P-P are not acceptable, Subscription to be sent in advance to The General Secretary, Homœo Medical Club West Bengal 62/1, Netaji Subhas Road, Howrah-711101.

All Valid Members and Life Members of Homœo Medical Club West Bengal are entitled to get one copy of Patrika free of cost and Posted generally in ordinary Book Post on last week of every month. Yearly subscription for membership is Rs. Fifteen admission fee Rs. Five, and Life Member Rs. 250·00.

For all Correspondence & contract please address :

General Secretary, Homœo Medical Club,
West Bengal, Post Box No. 67, Howrah-711101.

সম্পাদকীয় :

কি ফল লভিনু হায়

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, "মা ফলেষু কদাচন"। যাঁরা বিজ্ঞ তাঁরা ফলের আশায় উদগ্রীব নন সত্য কিন্তু সাধারণ লোকে ফলপ্রাপ্তির আশাতেই কর্ম্ম তৎপর হন এবং সাধারণ হোমিওপ্যাথদের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। ভারতের হোমিওপ্যাথরা শতাধিক বর্ষব্যাপী বহু অবজ্ঞা, বহু অসম প্রতিযোগিতা, বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে, বহু হোমিও-প্যাথদের অনলস প্রচেষ্টা, ত্যাগ, সাধনার ফলস্বরূপ বহু তিতিক্ষার পর বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সরকার ও জনসাধারণের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইয়াছে। তৎপর হইতে হোমিওপ্যাথি শনৈঃ শনৈঃ অগ্রগতির পথে হঠাৎ যেন জোয়ার এল হোমিওপ্যাথির ক্ষীণ স্রোত-স্বিনীতে। সরকারী যন্ত্র তৎপর হলো এর স্বীকৃতিতে। দিকে দিকে হোমিও উন্নতিকামী সংস্থা গড়ে উঠলো। উন্নতির অন্যতম পরিচায়ক হিসাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা, রেষারিষিও আরম্ভ হয়ে গেল। এরপর এল এইসব বিবাদমান প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তির প্রচেষ্টা। বৎসর দুই পূর্ব্বে বহু ঢাক ঢোল পিটিয়ে দুটি সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানও একত্রিত হলো হোমাই (HMAI) এর পতাকাতলে। পশ্চিমবঙ্গও এই প্রয়াসে পিছিয়ে রইলো না। এই সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানে তারাই হলো সর্ব্বগরিষ্ঠ কেন্দ্র। সুধীমহল এই অগ্রগতিকে হোমিওপ্যাথির স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করলেন। পশ্চিমবাংলায় স্থাপিত হলো হোমিও-প্যাথির কেন্দ্রীয় গবেষণাগার। এই পশ্চিমবঙ্গেই হোমিওপ্যাথির জাতীয় প্রতিষ্ঠান (National Institute of Homoeopathy) এর উদ্বোধনও

সাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো ভারতের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও হোমিওপ্যাথির ডিগ্রী কোর্স প্রবর্ত্তন করলেন। ৩টী নূতন হোমিও কলেজ স্থাপিত হলো। পঃ ব: সরকার হোমিওউপদেষ্টার ও পরিচালক নিযুক্ত করলেন। ভারতের রাজনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু সমালোচিত বহু বৎসরের অনড় হোমিও কাউন্সিল ভেঙ্গে Ad Hoc Committee গঠন করা হলো, হোমিওপ্যাথিকে সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে। মহাত্মা হ্যানিম্যান বলেছিলেন, "Work, work and you will be successful." হোমিও-প্যাথির ক্ষেত্রে এইসব আপাতশুভ সংযোজন নিঃসন্দেহে বিদগ্ধ ত্যাগী হোমিওপ্যাথদের অনলস কর্ম্ম সাধনার ফলশ্রুতি। হোমিওপ্যাথির এই আপাতঃ উজ্জ্বলতম অবস্থাতেও সাধারণ হোমিওপ্যাথদের প্রশ্ন "কি ফল লভিনু হায়"। হোমিওপ্যাথির এই তথাকথিত অগ্রগতি হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ধারার বা সাধারণ হোমিওপ্যাথদের প্রকৃত উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে কি? অতঃ কিম্?

সরকারী চাকুরী লাভের আশায় হোমিও কলেজে ভর্ত্তি হইবার জন্য ছাত্রেরা উদগ্রীব, কিন্তু চাকুরী কোথায়? প্রতি পঞ্চায়েতে হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করার এবং সেখানে সরকারী ব্যয়ে চিকিৎসক নিয়োগ করার বহু ঢক্কানিনাদ হইয়াছে, কিন্তু একটির বেশী চিকিৎসালয় গত দু বৎসরের মধ্যে আজও স্থাপিত হয় নাই। বহু হোমিও চিকিৎসকের Interview লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাঁদের ভাগ্য আজও লালফিতার মধ্যে বন্দী। E. S. I. Scheme এ হোমিওপ্যাথি স্বীকৃত বলিয়া প্রকাশ কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে তা আজও বাস্তবে রূপান্তরিত হলো না। হোমিওপ্যাথির নূতন Directorate খোলার সঙ্গত দাবি আজও উপেক্ষিত। কলেজে হোমিও পঠন পাঠনের উন্নতির প্রচেষ্টা বক্তৃতা মঞ্চের আশাবাদী বক্তৃতাতেই পর্য্যবসিত। হোমিও কলেজের ছাত্ররা ৪ বৎসরের দীক্ষান্তে প্রকৃত Practical জ্ঞানের অভাবে এ্যালোপ্যাথির চিকিৎসকদের সহিত প্রতিযোগিতায় পশ্চাদপদ হইয়া পড়িতেছে

এর সুরাহা আজও হয় নি। বিশুদ্ধ হ্যানিম্যানিয় পন্থায় চিকিৎসার মানসিকতা গড়ে ওঠছেনা ছাত্রদের. কারণ যাঁরা শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত তাঁদের অনেকেরই এ মানসিকতার অভাব এবং বহু ক্ষেত্রে বহু নিম্ন মানের শিক্ষাগত ব্যক্তি মামার জোরে আজও শিক্ষা ক্ষেত্রে লাঠি ঘোরাচ্ছেন। বহু বিঘোষিত ডিগ্রী কোর্স কি স্বর্ণ ডিম্ব প্রসব করিবে তা এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সম্মেলনে সম্মেলনে বহু যুগান্তকারী প্রস্তাব বৎসরে বৎসরে গৃহীত হয়, তারপর সে প্রস্তাব রূপায়িত করার প্রচেষ্টায় ভাঁটা পড়ে; ফল হোমিওপ্যাথরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থান করেন। গত কয়েক বৎসরের চেষ্টায় পার্ট বি'কে পার্ট 'এ' তে উন্নত করিবার কিম্বা পাঁচ বৎসর অন্তর পুর্ণনবীকরণ ফি রদ করার চেষ্টা যথাপূর্ব্বং তথা পরম্। গত বৎসরে আন্তর্জাতিক হোমিও সম্মেলন পুস্তিকায় হোমিওপ্যাথি ক্ষেত্রে বহু পরিকল্পনা ও গবেষণার ফিরিস্তি প্রকাশ করা হইয়াছে কিন্তু সাধারণভাবে হোমিওপ্যাথরা এর ফলাফল অনুধাবনে সক্ষম হন নি। সর্ব্ব ভারতীয় সংস্থা গঠনের পর ধারণা হয়েছিলো বোধ হয় অন্তঃদ্বন্দ্বের অবসান হলো। কিন্তু কই? এখন, দেখছি এখানে ওখানে চিড় খেয়ে ২/১ সর্ব্বভারতীয় সংস্থা আবার সংগঠিত হইতেছে পদমোহ, গোষ্টিপ্রীতি. অর্থ লালসা, এবং গণতন্ত্রের মুখোসে অগণতান্ত্রিক কার্যাকলাপই এর জন্য দায়ী। মহাত্মা বলেছিলেন. "The first planning will require the greatest pains. We must try to avoid obvious mistake." "তথাকথিত একমাত্র সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানটীর এদিকে সজাগ দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন।

গত সরকার হোমিওপ্যাথিকে সাহায্য দেওয়ায় প্রতিশ্রুতি দিয়ে কিছু গঠনমূলক কাজ করেছেন। আসানসোলে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেছেন—ইতিপূর্ব্বে এ্যালোপ্যাথিকে রাণীর আসনে বসিয়ে হোমিও ও কবিরাজীকে দাসীর আসন দেওয়া হয়েছিল-এই সরকার এঁদের এই

দাসীত্ব থেকে মুক্তি দেবেন। প: ব: সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য্য মশাই অপ্রিয় চক্র ভেঙ্গেছেন, আশ্বাস দিয়েছেন সীমিত ক্ষমতায় এর উন্নতি সাধন-আমরা ফলের আশায় উদগ্রীব রহিলাম। কিন্তু শুধু উদগ্রীব থাকলেই হবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, ছেলে না কাঁদলে মা স্তন দেন না— আমাদের গণতান্ত্রিক উপায়ে মিলিত দাবিতে সোচ্চার হতে হবে, সরকারী যন্ত্রের দাক্ষিণ্য লাভের জন্য।

হোমিওপ্যাথির প্রকৃত উন্নতি সাধন করিত হইলে কি ফল লভিনু হায় বলে বসে থাকলে চলবে না। এর জন্য চাই লোভ, মোহ ত্যাগ করে সর্ব্বমনপ্রাণ। গীতার কথানুযায়ী—"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ" র মতন হোমিও উন্নতি ধ্যান জ্ঞান করা এবং আমাদের গুরুদেবের আদর্শ বাণী, "He who does not walk on exactly the same the same line with me, who diverges, if it but the breadth of a straw, to the right or to the left, is an apostate and a traitor," স্মরণ রেখে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথি প্রচারে ও প্রসারে আমাদের হতে হবে অনন্য; তবেই আমরা হোমিও উন্নয়নের স্বর্ণ সোপান নির্ম্মাণে সক্ষম হবো, সবার সক্রিয় সহযোগিতা মাধ্যমে। নান্যঃ পন্থা—এছাড়া পথ নাই, গতি নাই।

স্বামিজী জন্ম দিবস
১২ই জানুয়ারী '৭৮

নিকুস

সুস্থ থাকার, রোগাক্রান্ত হওয়ার এবং আরোগ্য সাধনের রহস্য

ডাঃ পরেশ চন্দ্র সরকার
(আসানসোল)

জীবের প্রকৃতিদত্ত কিছু ধর্ম আছে। উদ্দীপনায় সাড়া দেওয়া (to react to Stimuli) এদের মধ্যে অন্যতম। জীবের এই মৌলিক ধর্ম (Fundamental attribute) মানবদেহে এক বিশেষ অবস্থা (State or condition) হিসাবে বিদ্যমান থাকে। এই অবস্থাকে সাধারণভাবে বলা হয় প্রবণতা (Susceptibility) বা গ্রহণ করবার সামর্থ্য। আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রভাব সমূহের প্রতি দেহের প্রতিক্রিয়া প্রধানত: এই প্রবণতার উপর নির্ভর করে। জীবন নিয়ত ক্রিয়াশীল, গতিশীল। প্রাণ-ক্রিয়া বিরামহীনভাবে চলে। ফলে মানবদেহে অহরহ ক্ষয়ক্ষতি হয়, অভাব সৃষ্টি হয়, শূন্যতার উৎপত্তি হয়। অভাববোধ বা শূন্যতা থেকে গ্রহণ করবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। এই জাগ্রত আকাঙ্খায় যথাযথভাবে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করে প্রবণতার উপর। মানুষের যাবতীয় জৈবিক প্রক্রিয়া— খাদ্য গ্রহণ, পরিপাক ক্রিয়া, আত্তীকরণ (assimilation), পুষ্টিলাভ, ক্ষয়পূরণ, নিঃস্রব-নির্গমন, রেচন (excution), এমনকি রোগের সংক্রমন ও প্রকাশও নির্ভর করে প্রবণতার উপর, অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ উদ্দীপনে যথাযথ সাড়া দেওয়ার সামর্থ্যের উপর। রোগমুক্তিও আরোগ্যসাধনও এই প্রবণতার উপর নির্ভর করে।

প্রবণতা বলতে আমরা তাই বুঝি কোন কিছুর প্রতি আকাঙ্খা (desire), আকর্ষণ (attraction) বা ঝোঁক (affinity)। প্রবণতা দেহতন্ত্রে কোন কিছুর অভাব (need), চাহিদা (demand) বা ক্ষুধা (hunger) সূচিত করে। কোন কিছুর অভাব থাকলে সেই দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে, এক প্রকার দুর্বলতা জন্মে। কাজেই সেই অবস্থায়

যদি আকাঙ্খিত দ্রব্য গ্রহণযোগ্য অবস্থায় পাওয়া যায় তবে জীবসত্তা তাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে এবং আত্মসাৎ করে পরিতৃপ্ত হয়। জীবের এই হলো স্বাভাবিক ধর্ম। ইহাই সুস্থতার লক্ষণ। ইহাকেই দেহের স্বাভাবিক গ্রহণক্ষমতা বা সুস্থ প্রবণতা (Natural Susceptibility) বলা হয়। যখন এই স্বাভাবিক গ্রহণ ক্ষমতার বিকৃতি ঘটে তখনই দেহীর রোগ হয়. কষ্টভোগ হয়, কখনও মৃত্যু ঘটে। এই বিকৃত প্রবণতাকে রোগ প্রবণতা (Morbid Susceptibility) বলা হয়।

সুস্থপ্রবণতা মানুষের এক অমূল্য সম্পদ। মানুষের জীবনে গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় সুস্থপ্রবণতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে. আত্মরক্ষামূলক ক্রিয়াসমূহের তেমনি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়। ইহাই তার আত্মরক্ষার শক্তির উৎস। প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে প্রতিরোধ গড়ে তোলবার ক্ষমতা প্রবণতার উপর নির্ভর করে। সুস্থপ্রবণতার জন্যই সংক্রামক রোগের মহামারীর সময়ও অসংখ্যলোকের মধ্যে মাত্র কিছুলোক আক্রান্ত হয়। এমনও লক্ষ্য করা গেছে যে কোন বাড়িতে সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপের সময় সেই বাড়ির সবাই আক্রান্ত হয় না। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে আপাতদৃষ্টিতে যাঁকে অধিকতর শক্তিশালী বলে মনে হয়েছিল এমনব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন, অথচ অপেক্ষাকৃত দুর্বল বলে প্রতীয়মান ব্যক্তি অব্যাহতি পেয়ে গেছেন। এসব ক্ষেত্রে সুস্থ প্রবণতাই সেই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধশক্তি জুগিয়েছে এবং আত্মরক্ষায় বর্মের মত কাজ করেছে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখতে পাই, সর্বদা অসংখ্য রোগশক্তি দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকলেও আমরা নিয়তই অসুস্থ হয়ে পড়ি না। মানুষের দেহে কোন রোগের প্রতি প্রবণতা না থাকলে সে সেই রোগকে আকর্ষণ করতে পারে না। কাজেই দেহে রোগ সংক্রমনের জন্য পূর্ব থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুত থাকা চাই। দেহে রোগ প্রবণতা (morbid Susceptibility) না থাকলে রোগশক্তি দেহীর

উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। হ্যানিম্যান বলেছেন, যে বিরুদ্ধ শক্তিসমূহ যা কিছুটা ভৌতিক, কিছুটা মানসিক যাদের আমরা রোগশক্তি বলি এবং যাদের কাছে আমাদের পার্থিবসত্তা উন্মুক্ত রয়েছে, তাদের মানুষের স্বাস্থ্যের বিশৃঙ্খলা আনয়ন করবার শর্তহীন ক্ষমতা নেই। এই শক্তিসমূহ তখনই আমাদের পীড়িত করতে পারে এবং স্বাস্থ্যের বিশৃঙ্খলা আনতে এবং অনুভব শক্তি ও ক্রিয়াশক্তির বিকৃতি ঘটাতে পারে যখন আমাদের সজীব সত্তার সেই রোগের আক্রমনের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে প্রবণতা ও দুর্বলতা থাকে। রোগশক্তি সমস্ত ক্ষেত্রে এবং সব সময়ে রোগ উৎপাদন করতে পারে না। (অর্গানন অনুচ্ছেদ—৩১)

রোগ প্রবণতাই রোগের কারণ। এই রোগ প্রবণতা নির্ভর করে ব্যক্তি মানুষের বংশগত ধারা, পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং জীবনযাপন প্রণালীর উপর। হ্যানিম্যানের মতে চিররোগ বীজ (Chronic miasm) রোগ সংক্রমন ও বিকাশের জন্য মানবদেহে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ইহা ভেতর থেকে জীবনী শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। ফলে মানুষের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা শিথিল হয়ে পড়ে এবং দেহে রোগ প্রবণতার সৃষ্টি হয়। প্রবণতার পরিতৃপ্তির জন্য রোগ শক্তির প্রতি আকর্ষণ বাড়ে। তখন সেই প্রবণতার স্তরে যদি কোন রোগশক্তি থাকে তবে দেহী তা তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। দেহে রোগ সংক্রমনের জন্য তাই দুটি অবস্থার প্রয়োজন– (১) সেই বিশেষ রোগের প্রতি প্রবণতা এবং (২) রোগশক্তি ও রোগ প্রবণতার একই ভূমিতে অবস্থান। এই দুই অবস্থার সংঘটন হলে রোগশক্তি অনায়াসেই দেহে সংক্রমিত হয়— যেমন একটি চুম্বকের কাছে একখণ্ড লোহার পাত থাকিলে সেই লোহার পাতে অতি সহজেই চুম্বকত্ব সঞ্চারিত হয়, যদিও চুম্বকটি লোহার পাতের সংস্পর্শে আসে নাই।

এই কারণেই রোগ প্রবণতাযুক্ত ব্যক্তিতে রোগ সহজেই

সংক্রমিত হয়। ঠাণ্ডা লাগার যার প্রবণতা রয়েছে সহজেই তার ঠাণ্ডা লাগে। বসন্ত, হাম প্রভৃতি সংক্রামক রোগের প্রতি শিশুদের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে বলে ঐ ধরণের রোগে আক্রান্ত কোন ব্যক্তির নিকট কোন শিশু গেলে সেই রোগ সেই শিশুতে অতি সহজেই সংক্রামিত হয়।

রোগাক্রান্ত হলে দেহী তার স্বাভাবিক প্রবণতার দ্বারা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মাধ্যমে প্রবল সংগ্রাম সুরু করে। ফলে অনেক সময় গাত্রোত্তাপ বাড়ে, জ্বর হয়, উদ্ভেদ নির্গত হয়। এইগুলি প্রবণতার আত্মরক্ষামূলক ক্রিয়া সূচিত করে। এগুলি দেহীর পক্ষে মঙ্গলকর। আমরা যেন এমন কিছু না করি যাতে এই ক্রিয়ার গতি রুদ্ধ হয় বা চাপা পড়ে। তাহলে দেহীর আত্মরক্ষার অস্ত্র দেহীর উপরই প্রয়োগ হবে। সে কাজ আত্মঘাতী।

মানুষের শৈশবকালে গাত্রত্বকে নানারকম উদ্ভেদ বের হওয়ার মূলেও এই প্রবণতা। মানুষ জন্মসূত্রে পূর্বপুরুষ থেকে অনেক দোষ পায়। শিশুর দেহতন্ত্রের এই ত্রুটি প্রকৃতি প্রথম সুযোগেই প্রকাশ করে দেয় ভারমুক্ত হওয়ার স্বাভাবিক প্রেরণায়। এই প্রবণতা নানারকম রোগকে বিশেষ করে সংক্রামক রোগকে, যা প্রবণতার একই ভূমিতে অবস্থান করে, আকর্ষণ করে। তারই বহিঃপ্রকাশ হয় চর্মের উপর উদ্ভেদ নির্গমনের মধ্য দিয়ে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জীবসত্তা তার ত্রুটি সংশোধন করে নেওয়ার এবং রোগ প্রবণতার পরিতৃপ্তি ঘটাবার প্রয়াস পায়। এমনি করেই শিশু সেই রোগের ভবিষ্যৎ আক্রমনের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পায় (develops immunity)।

রোগ সংক্রমনের মাধ্যমে রোগ প্রবনতার স্বাভাবিক পরিতৃপ্তির দৃষ্টান্তের অভাব নেই। বসন্ত, হাম ইত্যাদি পীড়ার আক্রমন একবার হয়ে গেলে পর একই ব্যক্তিতে সেই রোগের পুনরাক্রমন আর প্রায় হয় না।

এই সমস্ত আলোচনা থেকেই ইহা সহজেই প্রতীয়মান হবে যে মানুষের প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়াশক্তির উপরই মানুষের স্বাস্থ্য, রোগাক্রমন ও আরোগ্যলাভ নির্ভর করে। সুস্থাবস্থায় প্রবণতার পরিতৃপ্তি হলো স্বাস্থ্যসুখ, রুগ্নাবস্থায় প্রবণতার পরিতৃপ্তি হলো আরোগ্যলাভ। আরোগ্য হলো রোগ প্রবণতার পরিতৃপ্তি এবং রোগের কারণের বিনাশ। অতএব আরোগ্য বিধান করতে হলে রোগীর ব্যক্তিগত রোগ প্রবণতার পরিতৃপ্তি ঘটাতে হবে এবং তা এমনভাবে করতে হবে যাতে রোগীর স্বাভাবিক প্রবণতা যা তার সমস্ত শক্তির উৎসতার যেন কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়।

আমাদের তাই প্রাকৃতিক রোগের সংক্রমন ব্যতিরেকে রোগ প্রবণতার পরিতৃপ্তি সাধনের উপায় নির্ধারণ করতে হবে। আমরা জানি ওষুধের রোগোৎপাদিকা শক্তি আছে। আমরা এও জানি যে জীবসত্তা বিসদৃশ বা ভিন্নবিধ উদ্দীপনে যতটা স্পর্শকাতর (Susceptible) হয় সদৃশ বা একই প্রকার প্রভাবের প্রতি তার চেয়ে অনেক বেশী স্পর্শকাতর হয়। সদৃশ সর্বদাই সদৃশকে আত্মসাৎ করে (Like appropriates like)। হোমিওপ্যাথিক ওষুধ সৃষ্ট রোগ প্রাকৃতিক রোগের সমভাবাপন্ন বলে দেহীর রোগ প্রবণতার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারে।

রোগ সংক্রমন ও রোগ আরোগ্য সাধন প্রায় একই প্রকার ঘটনা এবং উভয়ই একই নীতির অধীন। তবে ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে আরোগ্য সাধন প্রক্রিয়া পুরোপুরি মানুষের কর্তৃত্বাধীন। মানবদেহে ওষুধের ক্রিয়া করবার জন্য প্রাকৃতিক রোগশক্তির ন্যায় পূর্ব থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। ওষুধ মানবদেহে সর্ব অবস্থায় এবং সকল সময়ে ক্রিয়া করতে পারে। হ্যানিম্যান বলেছেন, কৃত্রিম পীড়া উৎপাদনকারী শক্তি সমূহ, যাদের আমরা ভেষজ বলি, তাদের দেহের উপর প্রভাব বিস্তার করবার ক্ষমতা প্রাকৃতিক রোগশক্তির ক্ষমতার থেকে অন্যরূপ। প্রতিটি প্রকৃত ওষুধ সকল অবস্থায় এবং সকল

সময়ে প্রতিটি সজীব মানবদেহে ক্রিয়া করে এবং ইহার অদ্ভুত লক্ষণ-সমূহ উৎপাদন করে।..... প্রতিটি মানবদেহে এই ওষুধজাত ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা সর্ব অবস্থায় এবং শর্তহীনভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু একথা প্রাকৃতিক রোগের ক্ষেত্রে খাটে না। (অর্গানন অনুচ্ছেদ—৩২)

সমস্ত মানুষের উপর কোনরূপ পূর্বশর্ত ছাড়া ক্রিয়া করবার ক্ষমতা আছে বলে ওষুধ শক্তি প্রাকৃতিক শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর। (অনুচ্ছেদ —৩৩)। অধিকন্তু হোমিওপ্যাথিক ওষুধের শক্তির তারতম্য ঘটিয়ে আমরা ওষুধকে রোগ শক্তির স্তরে উন্নীত করতে পারি এবং আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী মানবদেহের বিভিন্ন স্তরে তা কার্যকরী করে তুলতে পারি। এবং এর দ্বারা রোগের কারণের সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন সম্ভব করে তুলতে পারি। হ্যানিম্যান আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন যে মানুষের দেহ তন্ত্রের উপর রোগোৎপাদক শক্তি সমূহ থেকে মানুষের অনেক বেশী অধিকার আছে। (অনুচ্ছেদ—৩০)

আদর্শ আরোগ্য সাধনের নিমিত্ত তাই দুটি শর্তের পূরণ প্রয়োজন— (১) যে রোগ আরোগ্য করতে হবে ওষুধের সেইরূপ রোগ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা থাকা চাই, এবং (২) ওষুধের এই কৃত্রিম রোগোৎপাদিকা শক্তি প্রাকৃতিক রোগশক্তি অপেক্ষা প্রবলতর হওয়া চাই। এবং ইহাই হোমিওপ্যাথির সদৃশ নীতিঃ Similia similibus curentur.

সুস্থাবস্থায় দেহ যেমন খাদ্য চায়, রুগ্নাবস্থায় তেমনি চায় ওষুধ। আত্মরক্ষার জরুরী তাগিদে জীবশক্তি তখন লক্ষণ সমষ্টির মাধ্যমে সাহায্যের আবেদন জানায়। আমরা যদি তখন সেই আবেদনের ভাষা বুঝে উপযুক্ত ওষুধ এমনভাবে প্রয়োগ করতে পারি যা জীবসত্তা সহজেই গ্রহণ করতে পারে; তবেই রোগ আরোগ্য সুনিশ্চিত হতে পারে। ওষুধ প্রয়োগে রোগ লক্ষণের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি রোগের আরোগ্য নির্দেশ করে।

কোন ওষুধ প্রয়োগের পর যদি রোগ লক্ষণের পরিবর্তন হয়; তবে বুঝতে হবে রোগীর প্রদত্ত ওষুধের প্রতি প্রবণতা পরিতৃপ্ত হয়েছে বটে, তবে অন্য ওষুধের প্রতি প্রবণতা তখনও অপূর্ণ রয়ে গেছে। তখন লক্ষণ সাদৃশ্য অনুযায়ী অন্য ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। এমনি ভাবে রোগীতে লক্ষণ সমূহের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ওষুধ প্রয়োগ করে যেতে হবে যতক্ষণ না রোগীর প্রবণতার পূর্ণ পরিতৃপ্ত হয়। সাধারণতঃ চিররোগের ক্ষেত্রে একাধিক ওষুধ ও দীর্ঘ সময় ও ধৈর্য্যের আবশ্যক হয়।

জীবসত্তার চাহিদা যে সর্বদা একইরূপ থাকে তা নয়। লক্ষণ সমূহ আমাদের প্রবণতার পরিচয় প্রদান করে। লক্ষণসমূহের গুরুত্বের উপর প্রবণতার মান (Degree of susceptibility) নির্ভর করে। দেহীর সর্বাপেক্ষা বেশী প্রবণতা থাকে সদৃশতম ওষুধ (Similimum) এর প্রতি। কাজেই কোন রোগীর ক্ষেত্রে আমাদের সেই ওষুধই প্রয়োগ করতে হবে যে ওষুধ লক্ষণ সমষ্টির সহিত সর্বাপেক্ষা বেশী সাদৃশ্যের পরিচয় বহন করে।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য (individuality) অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রতিটি মানুষ যেমন স্বতন্ত্র তেমনি তার প্রবণতাও স্বতন্ত্র। আবার ব্যক্তিমানুষের প্রবণতাও যে সব সময় একরূপ থাকে তা নয়। অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রবণতার পরিবর্তন হয়। মানুষের বয়স, ধাতুপ্রকৃতি, অভ্যাস ও আচরণ, বৃত্তি ইত্যাদির উপর প্রবণতা অনেকটা নির্ভর করে। অতিরিক্ত ওষুধ গ্রহনে বা উগ্র ওষুধ স্থূল পরিমাণে প্রয়োগ করলে প্রবণতা কমে যায়। রোগের নিদানগত অবস্থায়ও (Pathological condition এ) প্রবণতা কমে যায়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে ওষুধের প্রতি রোগীর প্রবণতার মানের পরিমাপ করবার এবং ওষুধের যথোচিত শক্তি নির্ধারণ করবার চিকিৎসকের সামর্থ্যের উপর। আমাদের মনে

রাখতে হবে রুগ্ন জীবসত্তা সদৃশ ওষুধের প্রতি অধিকমাত্রায় স্পর্শ-কাতর থাকে। এইজন্য সামান্য পরিমাণ ওষুধেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হ্যানিম্যান বলেছেন, সুস্থাবস্থায় দিবালোক চোখের পক্ষে সুখকর কিন্তু চোখের প্রদাহে সামান্য আলোকরশ্মিও পীড়াদায়ক হয়। ওষুধ প্রয়োগ ক্ষেত্র আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, রোগ লক্ষণের সঙ্গে ওষুধের লক্ষণের সাদৃশ্য যত বেশী হবে দেহীর সেই ওষুধের প্রতি প্রবণতা তত বেশী হবে। কাজেই ওষুধের মাত্রাও তদনুযায়ী কম হবে এবং ওষুধের শক্তিও উচ্চতর হবে।

রোগ প্রবণতা যতদিন অপরিতৃপ্ত থাকবে ততদিন ব্যক্তি মানুষ রোগ প্রবণ থাকবে এবং তার রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সর্বদাই বর্তমান থাকবে। রোগ প্রবণতা প্রকৃত পক্ষে রোগেরই প্রচ্ছন্ন অবস্থা। উদ্দীপণ কারণ (Exciting causes) সেই সুপ্তব্যক্তিকে জাগ্রত করে। এইজন্য কিছু মানুষ কোন না কোন ব্যাধিতে নিয়তই ভোগে।

ব্যক্তি মানুষের অপরিতৃপ্ত প্রবণতা যেমন তার নিয়ত রোগ ভোগের কারণ হয় তেমনি কোন কোন রোগ প্রবণতা বংশগত বা গোষ্ঠীগত রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। রোগ প্রবণতা কোন পরিবারে বংশ পরম্পরায় অপরিতৃপ্ত থেকে যায়। এইজন্য দেখা যায় কোন পরিবারের বা কোন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক কোন বিশেষ রোগাবস্থার শিকার হয়।

রোগ তা ব্যক্তিগত, পরিবারগত বা সম্প্রদায়গত, যে প্রকৃতিরই হোক না আমাদের কর্তব্য হবে রোগীর প্রবণতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা এবং তার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করা। এবং তা করতে হবে এমনভাবে যাতে তার স্বাভাবিক প্রবণতার কিছু মাত্র হানি না হয়। আজকাল এমন সব জিনিস ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং তা এমনভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে যাতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাকে দারুণভাবে

ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করে। ফলে মানুষ অতি মাত্রায় রোগপ্রবণ হয়ে পড়ছে। হ্যানিম্যান তাই আমাদের ওষুধের অপপ্রয়োগজনিত অবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন। মানুষের সুস্থ প্রবণতাই মানুষের সবচেয়ে বড় আত্মরক্ষার হাতিয়ার একথা যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই।

ওষুধ প্রয়োগের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের তাই নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে, রোগার্ত মানুষের অন্তর প্রকৃতি লক্ষণ সমষ্টির মাধ্যমে আমাদের কাছে যে আবেদন জানায়, এই ওষুধ কি তা পূরণ করতে পারবে? দেহসত্তার চাহিদা কি এই ওষুধ মেটাতে পারবে? দেহ তন্ত্রের কোনরূপ ক্ষতি সাধন না করে ইহা কি প্রবণতার পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারবে? এক কথায়, ইহা কি আরোগ্য বিধান করতে পারবে? এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অন্বেষণের মধ্যেই হোমিওপ্যাথির যৌক্তিকতা এবং হোমিওপ্যাথের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে। কেন না, কেন্টের কথায় বলতে গেলে, মানবদেহতন্ত্রে প্রবণতা বা বিশেষ প্রবণতার অবস্থা যদি না থাকতো তবে হোমিওপ্যাথির উদ্ভবই হতো না। প্রবণতা না থাকলে রোগ হতে পারতো না। কাজেই হোমিও প্যাথিরও প্রয়োজন হতো না।

—

সাহায্য নিয়েছি :
Hahnemann : The Organon of Medicine.
G. T. Kent : Lectures on Homœopathic Philosophy.
Stuart Close : The Genius of Homœopathy.
H. A. Roberts : Homœopathic Philosophy and the Art of Healing.

The mutual relation between the Natural Food and Health

Dr. Durgadas Banerjee
D. M. S. (Cal)

The principles of Homœopathic Medical Science have been derived and established from the Nature and the Natural order by our Master, the great Dr. Samuel Hahnemann, after going through various observations and experiments. Apart from the present subjective and objective symptoms both mental and physical in a patient suffering from either Acute or Chronic disease, the history of his living, his food and habits are of great importance for the cure of his ailments.

Every living being is a part of the Nature and is endowed with the quality to fulfill the particular object of the Nature which is the order of the cosmos.

The human body is composed of billions of living cellular units with particular structure, function and life of their own to perform the specific duty entrusted to them in a fine harmony of rhyme and rhythm governed by the Divine order in a perfect cycle which may be composed with a symphony of an orchestra where every individual

instrument has its own part to play for in a uniform perfect harmonous order, and any break in any one of them will cause a breach in the harmony of the whole cycle.

Similarly in the domain of the Nature, every single creation has its own rhyme to play and each individual life cycle in co-related to each other in a perfect harmony. This great principle of harmony of the Divine has bound the universe in one verse.

Again, the Cosoms is composed of the three states of matter, Viz. Solid, liquid and gas. The mother earth too is composed of these three states, and each cellular unit of the animal body is composed of these three states or parts. Our Economy is the composition of the physical body (i) solids as bones and tissues, (ii) liquid in the blood. (iii) gas in the from of air which we breathe and which oxygenates every cell unit through the blood stream for life and energy. They all work in perfect harmony, each doing its own work in a perfect order by the will of the Divine order of the Vital force without which there is no exhistance of life. This Vital force neither can be defined or analysed, nor can be physically seen. It is automatic.

The physical body is the physical plane, the

emotional body is the brain and heart and the mental order is the mind. All these bodies are of the one economy, well knit and perfectly co-related with the cosmic body. Again each cellular unit is composed of the three states-more clearly the union of fat, protein, carbohydrate, mineral salts, vitamins, water etc. in a perfect proportion governed by the Vital force or the Vital Energy.

Now the question is— "where do we get these composite material from ?". The reply would very naturally be that, we get them from air, food, water, sun-light, moon-light, mother earth, from everything we see feel and hear.

Next question will be— "How do we get them ?"

Definitely not in the form of tablets or Tonics as we secure from the nearest medical shop, but we secure them from the Natures rearing shop unseen through some delicate processes via our skin, inhalation, food, drink etc. For example :— we inhale air unseen and through a delicate automatic process in the economy the required oxygen and iron are taken through the lungs and in a more delicate process they are transformed into consumable condition for each cellular unit, and then it is sent to the heart for despatch through circulation to each unit for

energy and nutrition so that there may be no break in their individual work in harmony with others. Similarly through the skin and eye we take sun+ moon lights which are rich with metals, mineral salts, colours etc. in gaseous state and in a different delicate process these are transferred into the consumable state which are sent through blood stream to the individual units.

The same process is working in the mother earth too, whose constituent body are the uniform combination of those three states. They are enriched with sun+moon lights, air, water etc.

All food we consume come from the mother earth in one or other form and she for the maintainance of the creation or the Natural order, nourishes and enriches with the life giving properties all materials in a delicate process unseen to supply to each plant a vegetation to thrive. Again each plant or vegetation through their life stream supply the nutrients to their beloved flowers, fruits and seeds and leaves which in a perfect order thrive and procreate and maintain the perfect Cosmic cycle.

The whole animal kingdom consumes the gift of the mother earth as food rich with nutrients and through the process of metabolism the nutrients essential for health and life are again disintrigated to con-

sumable fat protein, carbohydrate, vitamins, mineral salts etc. in the economy by the typical organs composed of typical cellular units for each essential and the product is despatched through the food stream to every minute corner of the body for life rhythm and energy. On the other hand the rejection or residue not required by the units are again carried back via the blood stream for elimination through various organs typically meant for the duty by the the great cosmic order.

Now, when a break occurs in this harmony of life cycle the economy becomes sick, or when the nutrients become low and spoiled or otherwise unhealthy the economy becomes sick and this sickness is manifested through an array of symptoms uncommon to the symphony.

The mother earth is not a dead mass of solids but it is full of billions of various living organisms with all properties ceaselessly toiling and performing their duties particular to each of them for the preparation healthy soil, healthy nutrients etc. so that each creation may receive prosper quantity of consumable nutrients for their growth, safety, life and reproduction. This is the process of the cosmic cycle, co-related to each living being which rules the universe.

Again from these plants and vegetation whole animal kingdom thrives. If we once think that how the development of an expectant mother occours and the creation of milk in her breast for the expectant born is followed, we will perceive how the Supreme rules.

Mother earth is feeding us for a pretty long time since creation, Many a fertile land has become barren and many a barren land has become fertile. Leaving aside Natural calamity, the reason is prhaps the soil had bocome sick with a break in the cycle, producing symptoms of malnutrition of the floras and funnas, symptoms of peots, blythes, diseases and exhaustion. The soil becomes exhausted by giving out every thing it had to its offsprings receiving nothing from the users or the receipients. The soft loamy soil becomes hard due to dead soil bacterias, want of water, light and natural manures etc. As the soil is dying so the vegetation is becoming sick and less nutrient leading to the sickness of every one who live on these vegetations and plants. So sick food comes from sick soil and healthy food comes from healthy soil.

Sun light causes growth, moon light gives fertility. Compost heap of cattle dungs form natural manures for maintaining the softness, loaminess of the soil for the consumption of nitrogen, phospates

potisium, calcium etc by the plants. The bones or the caracus of the animals give calsium when natural properties are abundant the production become healthy and profuse. Application of chemical or artificial fertilisers to replace the deficient natural fertility causes hardness of the soil, use of insecticides whose dangerous poisons cause the total destruction of the soil bacteria which are working for keeping the soil soft, pourous and loamy so that delicate roots of the vegetation can enter into the mothers breast and suck the nutrients for survival of the creation. A chain of reactions occur causing the products defficient in taste, smell and quality. The animals who live on these vegetation or products become sick, loose their power of producing milk. become barren and loose immunity from natural dieases.

In the modern world, the theory of production is—"lesser the return, greater the manuring, more the pests more the pesticides"—resulting the more sickness of the soil, lesser fertility, lesser nutrient properties. Probable cellular changes in the plants may be poosible. due to consumption of grave poisons and the animal kingdom which live on these plants get more or less affected. If we do not over look, we will observe that the cansumption of fresh high yeilding crops having a top dressing

with ammonia or wrea and insecticides, cause diarrhoea in general. Consumption of todder by the domestic animals cause suppression of milk and barrenness in them. We never came accross of such a condition twenty years earlier. Gastric derangements, heart diseases, matnutrition, nervous disorders have become very common. A peculiar condition of allergy of various forms has developed, people has become more susceptible to diseases.

The more we are leaving Nature and entering into artificial life or living, the more we are coming out of the cosmic harmony, we are loosing co-relation with the other creation and making us prone to varieties of known and unknown maladies mentally and physically. We are becoming more abnormal in habits, outlook, temper, taste, angle of vision desire and aversion.

To conclude with I request to all my fellow-men to think over seriously ,—if sycoses or sy philis after passing through one or two generations can cause havock in the economy as an hydra headed monoster, if a single dose of highest potency of a remedy (when totality corresponds) can irradicate a most serious diseased condition, than what a tremendous harm can be had of from devitalised sick food which is the product of devitalised unnatural soil.

রোগী-বিবরণ

—ডা : প্রণবেশ সাহু (বাঁকুড়া)

ধুতরার বিষ-ক্রিয়া :

মনে পড়ে, আমাদের গ্রামের ভক্তি দত্তের মেয়ে ভারতীকে। ওর বয়স তখন নয় বৎসর হবে। চার দিন চারটি এ্যালোপ্যাথিক ও দুটি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করানর পর, পঞ্চম দিন সন্ধ্যায় আমার কাছে এনে ওকে দেখালো।

আজ চার পাঁচ দিন মোটেই প্রস্রাব হয় নাই। খাবার বা জল কিছুই খায় নাই। মোটেই ঘুমায় নাই। ভূত দেখে ভয় পাওয়ার মত ভয়ে চমকে উঠে। বিছানা থেকে তড়াক করে উঠে পড়ে।

ভক্তি যখন ভারতীর রোগের কথা বলছে, ও তখন আকাশে উড়ে বেড়ান কিছু ধরবার চেষ্টা করছে। ধরতে পারছে না জিনিসটা, কিন্তু বার বার চেষ্টা করছে বাতাসে ভাসমান কাল্পনিক জিনিষগুলি ধরবার। একটু পরেই ভারতী হঠাৎ ছুটে চলে গেল সামনে কিছু দূর। ওর বাবা ফিরিয়ে আনলো। একটু পরেই আবার হঠাৎ জোরে জোরে খিল খিল করে হাসতে লাগলো এবং হাত তালি দিতে লাগলো দ্রুত।

ভক্তি বলল ও অন্ধকার রাত্রে থাকতে চায় না। আমি ওর কাছে থাকি, আমাকে জড়িয়ে ধরে। জোরে জোরে নানা কথা বলে। টর্চ্চের আলো দেখলে ভয় পায়, চিৎকার করে। হ্যারিকেনের আলো একটা ঘরে সারারাত জ্বেলে রাখতে হয়। আমি রাত্রে বাইরে যেতে চাইলে যেতে দেয় না আমাকে, জড়িয়ে ধরে রাখে। ভাই বোন আত্মীয়

স্বজন কাউকে যেন চিনতে পারে না। ডাকেও না, মা বাবা বলে। জ্বর নাই। পায়খানাও হয় নাই।

দেখলাম কখন ও হঠাৎ চুপ করে একেবারে চিন্তায় মগ্ন, আবার কখনও দূরে কোন কিছুর দিকে যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে। ঐ ভাবে থাকতে থাকতে আবার অট্টহাসি হাসে, আর দ্রুত সজোরে হাত তালি দেয়।

ওরা, কারণ কিছু বলতে পারলো না। প্রস্রাব ব্লাডারে জমা নাই। চোখের তারাগুলি বেশ বড় হয়ে আছে। টর্চের আলো ফেলেও চোখের তারাগুলি সঙ্কুচিত করা গেল না।

এই সকল লক্ষণ দেখে আমার একটা ওষুধের চিত্র তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল। ওষুধটি যেন আমার সামনে, ওর সুস্থ দেহে পরীক্ষা (Proving) চলছে। তাই সাহস করে ওকে বললাম, "দেখ ভক্তি, তোমার মেয়ে ধূতরার বীজ খেয়েছে"। সে বললে, 'না তা কিছুতেই নয়।" আমি বললাম, আচ্ছা, ভারতী ভালো হয়ে গেলে তুমি খোঁজ করবে এবং আমাকে জানাবে।

ষ্ট্র্যামোনিয়াম ২০০ শক্তি এক মাত্রা তৎক্ষণাৎ দিলাম জিভে ফেলে। তিন মাত্রা তৈরি করে দিলাম, দু ঘণ্টা অন্তর। আশ্চর্য্যের বিষয় বাড়ী গিয়েই রোগী ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে উঠবার পর প্রচুর প্রস্রাব হয়েছে। সাধারণ মানুষের স্নান খাওয়া, খেলাধূলা সমস্তই করেছে। এইভাবে তিন দিন ভালো থাকার পর আবার আক্রমন দেখা যায়। আমি এখন ষ্ট্র্যামোনিয়াম ১০০০ শক্তির একমাত্রা দিলাম। এরপর রোগ আর পুনরাক্রমন করে নাই। সুস্থ হবার পর ওরা মেয়েটিকে এবং ওর সাথীদের নিয়ে বেশ খোঁজ খবর করে ছিল। সন্ধানে পাওয়া গেল যে, ওরা কুলখেতে গিয়েছিল এক কুল গাছের তলায়। সেখানে দেখা গেল তার নীচে ধূতরার জঙ্গল। অনেক

শুকনো ছোট এবং বড় ধূতরার ফল নীচেও পড়ে আছে। মেয়েটি একটি পাকা শুকনো কুলের মত ধূতরা ফল মাটি থেকে তুলে বলল, "এই রকম কুল খেয়ে ছিলাম বাবা। খারাপ লাগতে আধটা খেয়ে ফেলে দিয়েছি।"

খবরটা পেয়েই ভক্তি আমার কাছে এল প্রায় ছুটতে ছুটতে। বলল, "দাদা, আপনি কি জ্যোতিষী।" আমি বললাম, আমি জ্যোতিষী নই, ডাঃ হ্যানিম্যানই হলেন জ্যোতিষী এবং তিনিই ত্রান-কর্ত্তা।'

টিউবারকুলার এ্যাসাইটিস্ :

আমরা বন্ধু চিত্ত সরখেলের কাকার মেয়ে সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে। বার বৎসরের মেয়ে, লিক্ লিকে চেহারা। হাড়ের ফ্রেমের উপর চামড়াটি লাগান আছে শুধু। তবে পেট তার দশাসই, প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষন করে। ছয়মাস অসুখে ভুগছে। বাঁকুড়ার এক বিখ্যাত এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসককে ৫ মাস এবং সারেঙ্গা হাসপাতালে এক ইউরোপিয়ন চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করান হয়েছিল চারমাস। ওরা রোগ নির্ণয় করেছে, টিউবার কুলার এ্যাসাইটিস্।" অবশেষে এ রোগ ভাল হয় না বলেই ছেড়ে দিয়েছে। পরিশেষে রইল অগতির গতি হোমিওপ্যাথি।

দুই মাইল দূরে বেনাশলী গ্রামে ওকে দেখতে গেলাম। ওর বাবা মায়ের ও একমাত্র সন্তান। বাবা মায়ের অনেক বেশী বয়সে ও জন্মেছে, পুনরায় সন্তান সন্ততি জন্মাবার আশা আর নাই। ওদের হোমিওপ্যাথির উপর একান্ত নির্ভরতায় আমি মুগ্ধ হলাম এবং রোগীটি সারাবার জন্য অসামান্য অধ্যবসায় আমার এসে গেল।

নিবিষ্ট মনে রোগীটি দেখে যা পেলাম :—জ্বর ১০১° থেকে ১০২° সর্ব্বদাই থাকে। মাঝে মাঝে একবার করে ঘাম হয়। ছয় থেকে আটবার পাতলা পায়খানা যায়, পাতলা মলের সঙ্গে কিছু কিছু শক্ত ঢেলা মল থাকে। পেটে বায়ু হয় এবং উদ্‌গার উঠে সব সময়। তৃষ্ণা নাই, ক্ষিদে

জিভটি সাদা লেপাবৃত। খেতে গেলে বমি আসে। যকৃত এবং প্লীহা বেশ বড় এবং শক্ত। পেটের পেরিটোনিয়ামে প্রচুর জল জমে আছে প্রস্রাব অত্যন্ত কম, এক বা দুইবার মাত্র। সন্ধ্যা টক লেবু খেতে ভালবাসে।

সমস্ত চিকিৎসকই বলেছেন এরোগ সারে না। গ্রামের লোক এবং আত্মীয় স্বজনগন বলেছেন উদরী যোগ সারে না।

পায়ের চেটোগুলি ফোলা। রক্তহীন ফ্যাকাশে চেহারা। ঠাণ্ডা জলে স্নান পছন্দ করে না। গরম জলে গা মোছান হলে কোন অভিযোগ করে না। মেজাজটা খিট খিটে, কথা বলতে গেলে বিরক্ত হয় দেখলাম। ওরা বললো রেগে গেলে যা তা গালাগালি করে। সুস্থাবস্থায় খেল/ধূলার সময়, সঙ্গিদের সঙ্গে ঝগড়া হতো সর্ব্বদা। ছেলেবেলা থেকে মাঝে মাঝে পেটের অসুখ হত। পাতলা দাস্ত হত সাত আট দিন পরা রুটী, পিটা, ক্ষিরের মিষ্টি, দুধ খেলে অবশ্যই পাতলা দাস্ত হত। ছেলেবেলায় একবার হুপিং কাশি হয়েছিল। বংশ ইতিহাসে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। পরিপাক তন্ত্রের লক্ষনই বেশী পাওয়া গেল। সমস্ত রোগের চিকিৎসা হয়েছে এ্যালোপ্যাথি মতে।

প্রথম দিন আমি এ্যালোপ্যাথিক ওষুধের কুফল নষ্ট করবার জন্য, তার প্রতিষেধক নাক্স ভমিকা ২০০ শক্তির চার মাত্রা দিলাম, তিন ঘণ্টা অন্তর।

পরের দিন দিলাম এন্টিম্ ক্রুড্ ২০০ শক্তির চার মাত্রা তিন ঘণ্টা অন্তর। পরের দিন খবর এল যে পাতলা দাস্ত কমেছে। দুইবার মাত্র হয়েছে। পাতলা দাস্তের মাঝে শক্ত ঢেলাগুলি নেই। জরও কিছু কম বলে মনে হয়।

প্রস্রাব একেবারেই হত না প্রায়, কিন্তু ওষুধ খাওয়ার পর চার বার বেশী পরিমানে প্রস্রাব হয়েছে। দৈনিক ২ মাত্রা হিসাবে অনৌষধি পুরিয়া করে দিলাম চৌদ্দটি, এক সপ্তাহের জন্য।

এক সপ্তাহ পর জানা গেল, পাতলা দাস্ত স্বাভাবিক, জ্বর শুধু রাত্রে অল্প আসে। প্রস্রাব পাঁচ ছয় বার করে হচ্ছে। পেটের পরিধি অনেক কম, দেখে মনে হচ্ছে ভেতরের জল অনেক কমেছে। ক্ষিদেটা পূর্ব্বাপেক্ষা বেড়েছে। আবার ওকে দেখতে গেলাম। রোগীটি দেখে যেমন আনন্দ পেলাম, তেমনি আশ্চর্য্যও হলাম হোমিও ওষুধের শক্তি দেখে।

যকৃত, প্লীহা অনেক কমে গেছে। পেটের জল অনেক কমে গেছে। পা ফোলা নাই। জ্বর বৈকাল থেকে একটু আসছেই। ঘামও মাঝে মাঝে হচ্ছে। এবার এন্টিম্ ক্রড্ ১০০০ শক্তির ১মাত্রা দিলাম এবং প্রচুর পরিমানে অনৌষধি পুরিয়া পনর দিনের জন্য দিলাম।

পনর দিন পর খবর পেলাম জ্বর বন্ধ হয়েছে, ঘাম হয় নাই। ক্ষিদে ভাল হয়েছে। দাস্ত স্বাভাবিক। আবার চিত্ত দেখতে যাবার জন্য অনুরোধ করল।

বৈকালে গিয়ে দেখলাম,—সন্ধ্যার শরীর দুর্ব্বল, তবে মুখে বিরক্তির পরিবর্ত্তে হাসি ফুটেছে। কোন কিছু রোগ আছে বলে মনে হয় না। শুধু প্লীহাটি বড় হয়েই আছে, বেশী কমে নাই। প্লীহাটি কাঠের মত শক্ত।

এর পর প্লীহাটি কমাবার জন্য নুতন রোগী লিপি করে। অনেক ওষুধ আমি দিয়েছি। কিন্তু প্লীহা কমে নাই। অনেক দিন পর্য্যন্ত শারিরীক উন্নতি হয় নাই। মনে হয়েছিল এর চেয়ে বেশী উন্নতি বোধ হয় আর হবে না। অনেক দিন আর কোন সংবাদ পাই নাই। প্রায় পনেরো বৎসর পর, চিত্ত সরখেলের বাড়ী গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার মা সন্ধ্যাকে দেখাবার জন্য নিয়ে এলো। এখন ওর বয়স সাতাশ বৎসর।

স্বাস্থ্য বেশ ভালো হয়েছে। প্রথমে আমি ওকে চিনতেই পারি না। আমার কৌতূহল হল প্লীহাটি দেখবার। দেখলাম সেই তিন ইঞ্চি প্লীহা শক্ত হয়ে আছে। বেদনা নাই, কোন অসুবিধাও নাই।

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

প্রঃ ডাঃ হরিপদ দাস, বারাসত, ২৪ পরগণা।

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও হোমিও-প্যাথির মান উন্নত হচ্ছে না বলে আমার ধারণা। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কি?

উঃ আপনার ধারণার সঙ্গে আমারও কিছুটা সমর্থন আছে। তবে ভুল পথে হলেও সম্প্রতি এদেশে হোমিওপ্যাথির মান উন্নয়নের কিছু কিছু কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে। এতদিন যেটা একেবারেই ছিল না। আগেকার দিনে যাঁরা হোমিওপ্যাথি শিখতেন তাঁরা চাকুরীর বা ডিগ্রির অথবা সরকারী স্বীকৃতির প্রলোভনে নয়। প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে স্বাধীন ভাবে প্র্যাক্‌টিস করার মানসিকতা আগেকার শিক্ষার্থীদের থাকতো। কিন্তু বর্ত্তমানে শিক্ষার্থীরা ভাবছে যে স্বাধীন ব্যবসায়ে না গিয়ে যে ভাবে হোক, একটা ছাপ নিয়ে সরকারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র অথবা অঞ্চল পঞ্চায়েত দাতব্য চিকিৎসালয়ে চাকুরী পাওয়া যাবে। সুতরাং চাকুরীর জন্য জ্ঞানের কি প্রয়োজন, এ ভুল ধারণা ঐ সকল আধুনিক হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসকদের মনে গেঁথে আছে। তার ওপর আছে সরকারী

শৈথিল্য। পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে সরকার হোমিও কাউন্সিল বা বিশ্ববিদ্যালয় এর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা না করায় ঠিকমত পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারেও এক সঙ্কট সম্প্রতিকালে দেখা দিচ্ছে। গ্রেস নম্বর নিয়ে জুলুম করে পাশ করার প্রবৃত্তি ছাত্রদের মধ্যে ছোঁয়াচে রোগের মত প্রকাশ পাচ্ছে। ক্লাসের মধ্যে না প্রবেশ করেই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে কিছু ছাত্রের জ্ঞান অর্জন হচ্ছে না; এ ধরণের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হচ্ছে আজকাল। অথচ হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলিতে আজকাল আগের চেয়েও অনেক কিছু শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULAR ABOUT

HOMŒO MEDICAL CLUB PATRIKA

1. Place of publication : 62/1, Netaji Subhas Road, Howrah-711101.
2. Periodicity of publication : Monthly.
3. Printers Name : Dr. Ramkrishna Ghosh Mondal M.B.S. (Hom) (Ca.)
   Address : 23, Sadar Boxi Lane, Howrah-1.
4. Publisher's Name : Dr. Arun Kuma- Mitra.
   Nationality : Indian
   Address : 30/3A, Narasingha Dutta Road, Howrah-711101.
5. Editors Name : Dr Nirmal Kumar Sarkar, B-Sc, M H R C, H M B.
   Nationality : Indian.
   Address : 235, Panchanontola Road, How-
6. Name and address of individuals who own the newspaper and partners or shareholders more than one percent of the total capital. | Homœo Medical Club, West Bengal 62/1, Netaji Subhas Road, Howrah-711101.

I, Sri Arum Kumar Mitra hereby declare that the particulars above are true to the best of my knowledge and belife.

Dated : 16.2.78

(Sd/-) Arun Kumar Mitra
Signature of Publisher.

NEWS & VIEWS

H. M. A. I CONFERENCE AT HOWRAH

(By our staff reporter.)

The 25th session of Homœopaths of West Bengal (not Silver Jubilee) was held with great elact at Jogesh Chandra Valika Vidyalaya under the auspicious of Homœopathic Medical Association of India, West Bengal Branch, the organiser being the Co-ordination Committee of Howrah. It was held from 24th to 26th December '77 and more than thousand delegates from different parts of the state participated. Stalls of Homœo books, Homoeo medicines, Scientific exhibition etc. were the added attractions of the session The open session was presided over by the Homoeo Director & Advisor Dr. B. N. Chakravarty and was attended by Honourable Ministers Sree Provash Roy, Sree Nani Bhotacharya, Dr. Kanai Bhattacharya who spoke on the occasion. In Scientific sessions Dr. J. N. Kanjilall, Dr. Baidya nath Mishra, Dr S. P. Dey, Dr. Mahimaranjan Mukherjee spoke under the management of Dr. Sankar Das. An informative Souvenir was published on this occasion under the able editorship of Dr. Nirmal Kumar Sarkar. Delegates were entertained both the days with Cinema show and play by the members of H. M. A. I. which was a successful one due to Convenor & Director Dr. Sanjoy Banerjee. The

Session was very successful due to the untiring efforts of the Conference Secretary, Dr. Ramkrishna Ghose Mondal, General Secretary. Dr. G. N. Mukherjee, Treasurer Dr. R D. Mullick. Assitt. Secy. Dr. P. Mazumder and other workers Dr. S. B. Sinha, the president H. M. A. I (W. B. Branch) presided over subject Com. meeting. The executive comittees of both the state and the centre were elected unanimously on the last day. But for the personal attacks on Dr. Chakravarty and Dr. Adhikary, some group politics; some manipulations, a bit mismanagement by the caterers. non holding programmes in time, paucity of water in delegates camps and a bit negligence in the sanitation arrangements the session was perfect in all other aspects.

Inspite of all the minor defects after all the conference was very successful and really it created a record in India.

Homœo Medical Club Patrika

Review of March-April '78 issue.

Pneumonia and Broncho pneumonia ..... Dr. R. K. Kapoor, Dr. S. C. Roy's Homœopathic Aids in Labour, Definition of a Homœopathic Physician ..Dr. K. P. Karar and other useful interesting features in English and Bengali.

The Executive Committee Members of HOMOEO MEDICAL CLUB WEST BENGAL For 1977-78

President—	Dr. Netai Charan Chakraborty
Vice President—	,, Pulin Behari Banerjee
	,, Sudhanya Sarkar
	,, Nirmal Kumar Sarkar
General Secretary—	,, Arun Kumar Mittra
Asstt. Secretary—	,, Nemai Kumar
	,, Krishna Pada Karar
Treasurer—	,, Debi Pada Chakraborty
Social Secretary—	,, Bankim Kumar
Asstt. Secretary—	,, Tukaram Paul
Members—	,, Baidyanath Koley
	,, Moni Bhusan Bosu
	,, Kedar Nath Chakraborty
	,, Rakhal Raj Joardar
	,, Shyama Pada Ghosh
	,, Provat Kumar Gupta
	,, Ram Krishna Ghosh Mondal
	,, Bholanath Chakraborty

January—February 1978
Vol. 14, No. 1
Registration No. WB/HWH—1

Price Rupee One only
Annual Subscription Rs. 10·00
Regd. No. R. N. 11979/65

Published monthly by Dr. Arun Kumar Mitra, General Secretary, Homœo Medical Club, West Bengal of 62/1, Netaji Subhas Road, Howrah-1, and Printed by Dr. R. K. Ghosh Mondal.